# মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথ

ড. তন্ময় চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রিয়জন বিয়োগব্যাথা এক অবিচল সত্য। অসাধারণ হয়েও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম নন। অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথে আমরা বারবার পাই শোক, দুঃখ ও যন্ত্রণায় নির্মম অভিঘাত, নিজের গভীর যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর শোকজয়ী উত্তরণ, অন্যকে আশ্বাস ও সান্ত্বনার কোমল স্বর্শ, ঘরভরা শূণ্যতার মধ্যে চরম আঘাতকে 'পরমপ্রেম বলে জানা এই সবই তাঁর কাব্যকথাকে সত্যরূপ দিয়েছিল।

মৃত্যুর নিষ্ঠুর পদক্ষেপগুলি কিভাবে কবি জীবনে আছড়ে পড়েছে ঢেউয়ের মতো এবং ফেলে গেছে বিচিত্র মণিমুক্তো, সেগুলিই — আমরা দেখতে থাকি আশ্চর্য্য মুগ্ধ বিস্ময়ে।

৮ই বৈশাখ ১২৯১ সাল, নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী মাত্র ২৭ বছর বয়সে চলে গেলেন আত্মহত্যার অনন্ত জিজ্ঞাসায়। দীর্ঘ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কবি অন্ধকারে অগোচরে বারবার তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। কবির ভাষায় —

'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সাল, কবিকে ঝড়ের মুখে ফেলে চলে গেলেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। কবির ৪১ বছর বয়সে অশ্রুবেদনার ফল্গুধারা প্রগাঢ় উপলব্ধির উদ্ভাসে মৃত্যুত্তীর্ণতায় পৌঁছে গেছে। কবি গেয়ে ওঠেন — 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে ..... কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

কবির মেজমেয়ে রেণুকা যাকে রাণী বলে ডাকত সবাই তার জন্ম ১১ই মাঘ ১২৯৭ সাল, বিবাহ ২৪ শে শ্রাবণ ১৩০৮ সাল এবং মৃত্যু ২রা আশ্বিন ১৩১০ সাল। 'রাজরোগ' - এ আক্রান্ত মেয়ের জন্য বিষন্নচিত্তে হতাশায় হার না মেনে কবি দিনের পর দিন সেবা করতে থাকেন। মৃত্যুর আসন্ন দুয়ারটুকু পার হতে যাতে মেয়েরে মনে কোন সংশয় না হয় তাই তিনি মেয়ের মন তৈরী করে দিচ্ছেন এক মহামন্ত্রের মাধ্যমে —

'ওঁ পিতা নোহসি, পিতা না বোধি, নমস্তেহস্ত মা মা হিংসী। ..... নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।'

৭ বছর পরে এই মহামন্ত্রেরই বাংলা গান হলো 'তুমি আমাদের পিতা'।

কিন্তু সমস্ত সেবা ব্যর্থ করে মৃণালীনি দেবীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই আর এক আশ্বিনের দিনে হারিয়ে গেলেন রেণুকা।